26.আলী ইবনুল-আব্বাস আল-মাজুসী(ধাত্রীবিদ্যা এবং পেরিনেটোলজি এর অগ্রদূত)

আল মাজুসী মাসউদী নামেও পরিচিত। তিনি একজন পার্সিয়ান পদার্থবিদ এবং মনোবিজ্ঞানী।পশ্চিমাবিশ্ব তাঁর নাম বিকৃত করে রেখেছে “হ্যালী আব্বাস”

দশম শতাব্দীতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী চিকিৎসক ছিলেন। তবে তিনি যে লেখাগুলি রেখে গেছেন তা বাদে তাঁর জীবনের খুব অল্পই জানা যায়।

তিনি আল-মালিকি বা দ্য রয়েল বুক নামে একটি রচনা লেখার জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত , যা এটি তৈরির এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আরবি এবং ইউরোপীয় বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসক বিশ্বকোষ হিসাবে রয়ে গেছে।

তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের (বর্তমানে ইরানের অংশ) আহওয়াজে 925 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শায়খ আবু মাহের মুসা ইবনে সায়িরের অধীনে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের পূর্ব খিলাফতের তিনটি সেরা চিকিত্সকের একজন হিসাবে বিবেচিত হন এবং তিনি বুওয়াহিদ রাজবংশের আমির আদুদ আল-দৌলা ফানা খুসরুর চিকিত্সক হয়েছিলেন ,

যিনি 949 খ্রিস্টাব্দ থেকে 983 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। আমির ওষুধের এক মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি পারস্যের শিরাজে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ৯৮১ সালে বাগদাদে আল-আদুদি হাসপাতাল , যেখানে আল-মাজুসি কাজ করতেন।

তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন জোরাস্ট্রিটিয়ান (যেহেতু নিসবা ” আল-মাজুসী “) তবে তিনি নিজেই একজন মুসলিম ছিলেন। তদুপরি, নিজেকে “আলী বি. আব্বাস মজুসী” নামে অভিহিত করে লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর জুরোস্ট্রিয়ান পটভূমির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন।

ধমনী ও শিরা-উপশিরার জ্ঞান আবিষ্কার করেন আল-মাজুসি এবং তিনিই প্রথমবারের মতো দাঁত সংক্রান্ত বা ডেন্ট্রিস্ট্রি জ্ঞান সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে অবগত করেন।

আল মাজুসী ইতিহাসে পরিচিতি পেয়েছেন তার শ্রেষ্ঠ কিতাব “كامل الصناعة الطبية “(Complete Book of the Medical Art”), পরবর্তীতে The Complete Art of Medicine, যা তিনি 980 খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। তিনি আমিরকে এই কাজটি উৎসর্গ করেছিলেন , এবং এই কিতাব আল-মালিকি( كتاب الملكي) নামে পরিচিতি লাভ করে।

ল্যাটিন অনুবাদে বইটির নাম Liber Regalis or Regalis Dispositio। যাকে দ্য রয়েল বুক ও বলা হয়।লাতিন ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পরে ইউরোপের অনেক জায়গায়ও এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দ্য রয়্যাল বুকটি প্রথম আরবীয় কাজ যা সার্জারি সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়।

বইটি জাকারিয়া রাজির হাবির(Hawi) চেয়ে আরও নিয়মতান্ত্রিক ও সংক্ষিপ্ত জ্ঞানকোষ, এবং ইবনে সিনার The Canon of Medicine এর চেয়ে বেশি practical ছিল।এটি প্রাথমিক চিকিত্সা সাহিত্যের অন্যতম বিস্তৃত এবং সুসংহত সংমিশ্রণ।

আল মালিকি বইটি 20 টি ভাগে বিভক্ত।যার প্রথম 10 ভাগে আলোচনা করা হয়েছে চিকিৎসার পিছনে তত্ত্বগুলি নিয়ে,

আর বাকি 10 ভাগ আলোচনা করা হয়েছে ওষুধ এবং শল্য চিকিৎসা নিয়ে।

ওষুধের সাথে সম্পর্কিত বইয়ের অংশে আল-মাজুসী বলেছে যে, “ওষুধের প্রভাবগুলি নির্ধারণের সর্বোত্তম উপায় হ’ল স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিদের পাশাপাশি অসুস্থদেরও পরীক্ষা করা এবং ফলাফলগুলির সতর্কতার সাথে রেকর্ড রাখা। তিনি ওষুধের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ওষুধের জন্য একটি শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা সরবরাহ করেন এবং এছাড়াও বড়ি, সিরাপ, গুঁড়ো, মলম ইত্যাদি প্রস্তুতকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করেন।”

বইটিতে আরও আলোচনা করা হয়েছে ডায়েটিক্স এবং মেটেরিয়া মেডিকা , কৈশিক সিস্টেমের একটি প্রাথমিক ধারণা নিয়ে।এছাড়াও interesting clinical observations এবং পার্টিশনের সময় গর্ভের গতির প্রমাণ।

১০৮৭ সালে ইউরোপে বইটির আংশিক ল্যাটিন অনুবাদ করেন Constantinus Africanus.যা একটি নিয়মিত পাঠ্য হয়ে ওঠে Schola Medica Salernitana(মেডিকেল স্কুল) এর যা সালের্নোতে অবস্থিত।চিকিৎসা সম্পর্কিত এই বইটি 18 শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহৃত হত।

বইটির একটি সম্পূর্ণ এবং আরও ভাল অনুবাদ 1127 সালে Stephen of Antioch করেছিলেন এবং যা 1492 এবং 1523 এ ভেনিসে ছাপা হয়েছিল।

আল মাজুসি তার আল মালিকি বইয়ে নিউরোসায়েন্স এবং সাইকোলজি আলোচনা করেছেন। তিনি মস্তিষ্কের নিউরোঅ্যনাটমি, নিউরোবায়োলজি এবং নিউরোফিজিওলজি নিয়ে আলোচনা করেছেন,

প্রথমে তিনি বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করেছেন যার মধ্যে রয়েছে:-

sleeping sickness, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, হাইপোকন্ড্রিয়াসিস, কোমা, গরম এবং ঠান্ডা মেনিনজাইটিস, vertigo epilepsy, love sickness এবং হেমিপ্লেজিয়া।

তিনি চিকিত্সা বা ড্রাগের চেয়ে ডায়েট এবং প্রাকৃতিক নিরাময়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপরে আরও জোর দিয়েছিলেন, যা তিনি সর্বশেষ উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

তিনি তার আল মালিকি কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে একজন রোগীর শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক দিকগুলি একে অপরের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বাস্থ্যহীন রোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন এবং উপসংহারে পৌঁছেছে যে “আনন্দ এবং তৃপ্তি অনেকের কাছে আরও ভাল জীবনযাত্রার অবস্থা নিয়ে আসতে পারে কিন্তু অপ্রয়োজনীয় দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ এবং রাগের কারণে অসুস্থ ও কৃপণ হয়ে পড়বেন।

তিনি ডাক্তার এবং রোগীদের মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা এবং চিকিতৎসার নীতিশাস্ত্রের গুরুত্বকে জোর দিয়েছিলেন।

এই মহান চিকিৎসক 994 খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।